উত্তরঃ ভূমিকা : 'বিষাদ-সিন্ধু'র [রচনাকাল ১৮৮৫-১৮৯১] প্রধান চরিত্র এজিদ, সে-ই এ-উপন্যাসের নায়ক। মশাররফ হোসেনের [১৮৪৭-১৯১১] মানবনিষ্ঠা ও সাহিত্যিক অভিরুচি প্রধানত এজিদ-চরিত্রকে কেন্দ্র করেই অভিব্যক্ত। এজিদ প্রাণবান পুরুষ, প্রতাপশালী সম্রাট, রূপমুগ্ধ প্রেমিক। মশাররফ হোসেন তাঁর শিল্পী-সত্তার সব মনোযোগ আরোপ

চলো শিখি choloshekhe.com

করেছেন এজিদ চরিত্র নির্মিতিতে। এজিদের সপ্রতিভতা ও ঔজ্জ্বল্যের কারণে উপন্যাসে দ্বিতীয় কোনো চরিত্র পূর্ণ অবয়ব নিয়ে বিকশিত হতে পারেনি। প্রাবৃত্তিক স্খলনে এজিদকে আপাতত পাপী, ধর্মদ্রোহী ও ইন্দ্রিয়পরবশ বলে মনে হলেও 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসে এজিদই একমাত্র রক্তমাংসের পুরুষ। এজিদ চরিত্র ব্যাখ্যাসূত্রে মুনীর চৌধুরীর বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য–

সর্বাপেক্ষা প্রদীপ্ত চরিত্র এজিদ : 'গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট এবং প্রদীপ্ত চরিত্র এজিদের। তার চিন্তায়-আচরণে, আবেগে-অভিব্যক্তিতে একটা দৃঢ় গাঢ় ঔজ্জ্বল্য আছে। প্রেম পরিণয়ে বিরহ বেদনায় ছিন্নভিন্ন হওয়ার মত এক সংবেদনশীল মহৎ মনের অধিকারী এজিদ। তবে সপক্ষীয় কৃতি সৈনিককে পুরস্কার দানে সে মুক্ত হস্ত, অসহায় বন্দিনীকে লাঞ্ছিত করতে কুণ্ঠিত। অত্যাচারের মধ্যে নৃশংসতা ও নির্মমতা থাকতে পারে কিন্তু ক্ষুদ্রতা ও নীচতা নেই। বন্দিনী জয়নাবের উদ্দেশ্যে তার যে সরাসরি ব্যাকুল নিবেদন, তার মধ্যে দাম্পত্যের চিহ্ন মাত্র নেই। আছে শুধু ক্ষোভ, বেদনা, দাহ।

মীর মশাররফ হোসেন এজিদ চরিত্র চিত্রণে যতটা আন্তরিক ও মনোযোগী, অন্য চরিত্র অঙ্কনে ততখানি নিবিষ্ট হতে পারেননি। রিপুশাসিত রক্তমাংসের একজন মানুষের প্রকৃতি, প্রবণতা ও বাস্তবতা দিয়ে এজিদ চরিত্রটি উপস্থাপিত। সমালোচক মুনীর চৌধুরী এজিদ চরিত্রটিকে 'গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট এবং প্রদীপ্ত চরিত্র' বলেছেন। তাঁর মতে, লেখক বড় সযত্নে এ চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। সমালোচকের ভাষায় :

"নীতিবিদদের দৃষ্টিতে এজিদের ক্রিয়াকর্ম যত গর্হিত ও অভিশপ্ত বিবেচিত হোক না কেন, চরিত্র বিচারের সাহিত্যিক মানদণ্ডে এজিদের মতো প্রাণময় পূর্ণাবয়ব পুরুষ সমগ্র উপন্যাসে দ্বিতীয়টি নেই। এজিদ পাপী, ধর্মদ্রোহী এবং ইন্দ্রিয়পরবশ। কিন্তু এজিদের পাপের প্রকৃতি অসামান্য, বিকাশ প্রলয়ংকরী, তার পরিণাম যেমন ভয়াবহ, তেমনি শোকাবহ।"

এজিদ কেবল 'বিষাদ-সিন্ধু'র কেন্দ্রীয় চরিত্রই নয়, কাহিনির নিয়ন্ত্রকও। হাসান হোসেন বা কারবালার কাহিনি এ উপন্যাসে উপলক্ষ্য মাত্র, মূল লক্ষ্য এজিদ, তার প্রেম তৃষ্ণার ভয়াবহ পরিণাম নির্দেশ। তাই শিল্পী মীর মশাররফ হোসেন এজিদ চরিত্র রূপায়ণে তাঁর শ্রেষ্ঠ মনোযোগ অর্পণ করেছিলেন।

এজিদের রূপতৃষ্ণা : রূপতৃষ্ণাই এজিদ চরিত্রে উপ্ত করেছে ট্র্যাজেডির বীজ। জয়নাবকে পাবার জন্যে সর্বগ্রাসী রূপজ মোহে এজিদ আদি-অন্ত আচ্ছন্ন ও বিভোর। বস্তুত, জয়নাবের রূপমুগ্ধ এজিদের অন্তর্দ্বন্দ্বই শিল্পী মশাররফ হোসেনকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই কারবালা-কাহিনির ঐতিহাসিক উৎসের কথা উপন্যাসে একাধিকবার উচ্চারণ করলেও, উপন্যাসে তিনি এজিদের রূপমুগ্ধ অন্তরকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় সমালোচকের নিম্নোক্ত অভিমত–

'কারবালা ট্র্যাজেডির হতভাগ্য নায়ক হোসেনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি অপ্রতুল না হলেও শিল্পী মশাররফ এজিদ চরিত্র রূপায়ণেই তাঁর শ্রেষ্ঠ মনোযোগ অর্পণ করেছিলেন। ...একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে অন্যায় সমরে হোসেনের মৃত্যুতে তিনি ব্যথিত, বেদনাতুর–আবার শিল্পী হিসেবে এজিদ চরিত্রের বিচিত্র সম্ভাবনা উপেক্ষা করতেও তিনি অপারগ। এজিদের শঠতা, হৃদয়হীনতা, পররাজ্যলোলুপতা–সবকিছুর কেন্দ্রে মশাররফের চোখে সেই সর্বগ্রাসী রূপজ মোহ যার তীব্র উত্তাপ এই উপাখ্যানের ওপর দিয়ে দাবানলের মতো প্রবাহিত।'

এজিদের সত্তায় জয়নাবের সর্বগ্রাসী রূপ গভীর আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করেছিল; তার চিত্তলোক সর্বদা বিভোর ছিল জয়নাব প্রত্যাশায়। এজিদের ভাবনায় তার মনোলোকের বাসনা উন্মোচিত, জয়নাবকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষাই যে তার ট্রাজিক পরিণতির মূল কারণ তা ও তার সংলাপে উদ্ভাসিত–

ক: 'হা! কি কুক্ষণেই জয়নাব রূপ নয়নে পড়িয়াছিল। সেই বিশালাক্ষির দোলায়মান কর্ণাভরণের দোলায় কি মহা অনর্থই ঘটিল। অকালে কত প্রাণীর প্রাণ-পাখী দেহ জগৎ হইতে একেবারে উড়িয়া চলিয়া গেল। ...ছি! ছি! সামান্য প্রেমের দায়ে, দুরাশার কুহকে, মহাপাপী হইতে হইল! হায়! হায়! রূপজমোহে মোহিত হইয়া, আত্মহারা, বন্ধুহারা শেষে সর্বস্বহারা হইতে হইল?.. সৈন্যহারা, মিত্রহারা, রাজ্যহারা, ক্রমে সর্বস্বহারা হইবার উপক্রম হইল! ধিক, প্রণয়ে! ধিক্ রমণীর রূপে! শতধিক কুপ্রেমাভিলাষী পুরুষে! সহস্র ধিক্ পরস্ত্রী অপহারক রাজায়!'

খ. '...বিবি জয়নাব! মনে আছে সেই আপনার গৃহ নিকটস্থ রাজপথ? মনে করুন, যেদিন আমি সৈন্য সামন্ত লইয়া মৃগয়ায় যাইতেছিলাম, আপনি আমাকে দেখিয়াই গবাক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। কে না জানিল যে, দামেস্কের রাজকুমার মৃগয়ায় গমন করিতেছে। শত সহস্র চক্ষু আমাকে দেখিতে ঔৎসুক্যের সহিত ব্যস্ত হইল, সে দিনের সে অহঙ্কার কই? সে দোলায়মান কর্ণাভরণ কোথা? সে কেশ শোভা মুক্তার জালি কোথা? এ ভীষণ সমর কাহার জন্য? এ শোণিত প্রবাহ কাহার জন্য? কি দোষে এজিদ আপনার ঘৃণার্হ? কি কারণে এজিদ আপনার চক্ষের বিষ? কি কারণে দামেস্কের পাটরানি হইতে আপনার অনিচ্ছা?'

[উদ্ধার পর্ব, তৃতীয় প্রবাহ]

গ. 'এজিদের জন্যই আমার মরণ কেন জয়নাবকে এজিদ চক্ষু তুলিয়া দেখিল? কেন আবদুল জব্বারকে প্রতারণা করিল? কেন মাবিয়ার বাক্য উপেক্ষা করিল?...যে আমায় ভালোবাসিল না, যে জয়নাব এজিদকে ভালোবাসিল না, এজিদ তাহার জন্য এত করিল কেন?...ছি! ছি! তাহারই জন্য কারবালায় রক্তপাত। তাহাতেই বা কি হইল? জয়নাব সেই প্রথম দর্শনেই এজিদকে যে চক্ষে দেখিয়াছিল, আজও সেই চক্ষে দেখিয়া থাকে লাভের মধ্যে বেশির ভাগ ঘৃণা।' [উদ্ধার পর্ব, উনত্রিংশ প্রবাহ]

-উপর্যুক্ত প্রতিটি উদ্ধৃতিতেই জয়নাবের জন্যে এজিদের আকুল আকাঙ্ক্ষা, অন্তর্গত ভালোবাসা যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি একই সঙ্গে জয়নাব-রূপে দগ্ধ এজিদের অন্তঃস্থ ক্ষোভ, মনোবেদনা ও অনুশোচনাও হয়েছে চিত্রিত। জয়নাবকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই এজিদের সকল কর্মের পশ্চাতে ছিল ক্রিয়াশীল। জয়নাব-প্রেমে উন্মাদ প্রায় এজিদ নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে তাই মারওয়ানের উদ্দেশ্যে বলেছে– "ভাই মারওয়ান। ...যদি এজিদের মনের দুঃখ দূর করিতে চাও, যদি এজিদের জয়নাবলাভের আশা-তরী বিষাদ-সিন্ধু হইতে উদ্ধার করিতে চাও, তবে এখনই অগ্রসর হও, আর পশ্চাতে ফিরিও না।" [মহরম পর্ব, দশম প্রবাহ]

পাপ ও প্রেমের সমান্তরালে এজিদ চরিত্র : রূপমুগ্ধ এজিদ একনিষ্ঠ প্রেমিক। জয়নাবের প্রতি তার ভালোবাসায় কোনো কপটতা নেই, আন্তরিকভাবেই সে প্রত্যাশা করেছে জয়নাবকে। জয়নাবের রূপ আর লাবণ্য এজিদের অন্তর্লোক থেকে সামান্য সময়ের জন্যেও দূরে সরে যায়নি। তাই দেখি, মুহাম্মদ হানিফার পরাক্রমে ভীত-সন্ত্রস্ত এজিদ আত্মরক্ষার জন্যে পলায়নের মুহূর্তেও জয়নাবের স্মৃতিকে বুকের মধ্যে লালন করে গভীর ভালোবাসায়– "বন্দিগৃহ ...চক্ষে পড়িল। এজিদের চক্ষে দামেস্কের বন্দিগৃহ পড়িতেই মন যেন কেমন করিয়া চমকিয়া উঠিল। এমন সঙ্কট সময়ও এজিদের মন যেন কেমন করিয়া উঠিল! যে রূপ হৃদয়ে নিভৃত স্থানে লুকাইয়া ছিল, সরিয়া আসিল।" [এজিদ-বধ পর্ব, চতুর্থ প্রবাহ]

'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রধান চরিত্র এজিদের অবস্থান পাপ ও প্রেমের সমান্তরালে। রূপজমোহ তার জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য দায়ী। রূপজমোহের তীব্র আগুনে এজিদের অসহায় প্রেম, পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হয়েছে। ইতিহাসে এজিদের যে রাজনৈতিক অভিপ্রায় বিবৃত, তা এ উপন্যাসে অনুপস্থিত। এখানে হাসান হোসেনের সাথে এজিদের দ্বন্দ্বের মূল কারণ হিসেবে এক রমণীর প্রতি তার তীব্র প্রণয় কামনাই নির্দেশিত হয়েছে। রাজ্য নয়, রমণীই তার লক্ষ্য। উপন্যাসের সূচনাতে এজিদের প্রেমদগ্ধ হৃদয়ের স্বীকারোক্তিতে স্পষ্ট বিবৃত হয়েছে; "চোখের সে জলে হয়তো বাহ্যবহ্নি সহজেই নির্বাপিত হইতে পারে, কিন্তু মনের আগুন দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, শতগুণ জ্বলিয়া উঠে। এজিদ রাজ্যের প্রয়াসী নহেন, সৈন্যসামন্ত ও রাজমুকুটের প্রত্যাশী নহেন, রাজসিংহাসনের আকাঙ্ক্ষী নহেন।" (মহররম পর্ব-১)

জয়নাবের প্রতি এজিদের প্রেমাসক্তির তীব্রতা সম্পর্কে লেখক উল্লেখ করেছেন–

"এজিদের শিরায় শিরায়, শোণিতবিন্দুর প্রতি পরমাণু অংশে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে, শয়নে-স্বপ্নে জয়নাবলাভের চিন্তা অন্তরে অবিরতভাবে রহিয়াছে।" (মহররম পর্ব -৩)

এজিদের ধ্যানের পরিমণ্ডলে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী জয়নাব। যেদিন হতে সে জয়নাবকে দেখেছে সেদিন হতেই তার চিত্ত চাঞ্চল্য এবং প্রণয় ব্যাকুলতা। যে দূতকে এজিদ বিবাহ প্রস্তাব দিয়ে জয়নাবের কাছে প্রেরণ করেছিল তার ভাষ্য মতে, "এজিদ তো পূর্ব হইতেই জয়নাবরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। ...জয়নাবকেই জপমালা করিয়া দিবানিশি জয়নাব নাম জপ করিতেছে। জয়নাব ধ্যান, জয়নাব জ্ঞান!"

এজিদের পাশবিকতা : এজিদের নিষ্ঠুরতা-নির্মমতা-পাশবিকতা, অমানবিক আচরণ-সমস্ত কিছুই তার প্রণয়-আকাঙ্ক্ষাজাত। প্রণয়ে ব্যর্থতা এবং দয়িতার প্রত্যাখ্যানের মর্মপীড়া তার অন্তরে জ্বেলে দিয়েছে যে প্রতিহিংসার আগুন, তাতেই ভস্মীভূত হয়েছে তার সকল মানবিক গুণ, নীতিবোধ ও স্বাভাবিক বিবেচনাশক্তি। তাই স্পষ্টই সে ঘোষণা করে– "আমি যাহার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, আমি যাহার জন্য রাজ্যসুখ তুচ্ছ করিয়া এই কিশোর বয়সে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করিতে প্রস্তুত, আমি যাহার জন্য এতদিন কষ্ট সহ্য করিলাম, সেই জয়নাবকে হাসান বিবাহ করিবে? এজিদের চক্ষে তাহা কখনোই সহ্য হইবে না। এজিদের প্রাণ কখনোই তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। ..জয়নাবলাভের প্রতিশোধ এবং সমুচিত শাস্তি অবশ্যই এজিদ তাহাদিগকে দিবে। আমার মনে যে ব্যথা দিয়াছে, আমি তাহা অপেক্ষা শত সহস্রগুণে তাঁহাদের মনে ব্যথা দিব। এখনই হউক বা দুদিন পরেই হউক, এজিদ বাঁচিয়া থাকিলে ইহার অন্যথা হইবে না; এই এজিদের প্রতিজ্ঞা।" (মহররম পর্ব, ষষ্ঠ প্রবাহ)।

বস্তুত, জয়নাবলাভে ব্যর্থতাজনিত এই প্রতিজ্ঞাই এজিদকে প্রেম ও পাপের এক সমান্তরাল অগ্নিবলয়ে নিক্ষেপ করেছে; পরিণতিতে তার জীবনে নেমে এসেছে নিয়তি-নির্ধারিত অমোঘ ট্র্যাজেডি। প্রণয়ে বঞ্চিত, আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত মানবভাগ্যের করুণ পরিণতির অপর নাম এজিদ, তার মর্মস্পর্শী জীবন-কাহিনিই প্রকৃতপক্ষে এ-উপন্যাসে নির্মাণ করেছে বিষাদের সমুদ্র। মুনীর চৌধুরী যথার্থই বলেছেন– "ইতিহাসের প্রকৃত মরুপ্রান্তর নয়, এজিদের প্রেমদীর্ণ হৃদয়ই এখানে কারবালায় রূপান্তরিত হয়েছে। বিষাদের উত্তাল তরঙ্গসমূহের উৎস এজিদের হৃদয়-সিন্ধু।"

এজিদ চরিত্র নির্মাণে মীর মশাররফ হোসেন মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র রাবণ-চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে অনুমান করা যায়। রাবণের সঙ্গে এজিদের আচরণের অনেক মিল আছে এ-কথা যেমন সত্য, তেমনি পার্থক্যও কম নয়। তবু, পুরাণ ও ইতিহাসের এই দুই ভিলেন-চরিত্রের পরিণতিই তাদের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছে। কাজী আবদুল ওদুদের তাই মন্তব্য– "মেঘনাদ বধে'র শ্রেষ্ঠ চরিত্র রাবণ; তার শক্তি যেমন অপরিসীম, দুঃখও তেমনি অফুরন্ত। রাবণের মতনই এজিদ শক্তিমান, কিন্তু, তাঁর কামনার ধন জয়নাবকে তিনি যে লাভ করতে পারেননি, এই দুঃখে তাঁর সমস্ত শক্তি বিপর্যস্ত–অস্থিরচিত্ততা তাঁর একমাত্র পরিচয়।"

জয়নাবকে কেন্দ্র করেই এজিদের কার্যপরিকল্পনা : জয়নাবের রূপমুগ্ধ হয়ে এজিদ তাকে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়েছে। এজন্য এজিদ রাজ্যসুখ তুচ্ছ ও প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে উদ্যত। লেখক অপরিসীম দরদ ও বাস্তবমুখীন জীবনদৃষ্টি দিয়ে এ দুর্লভ হৃদয়টিকে অঙ্কিত করেছেন। এজিদ পাপী, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার পাপের স্বরূপ অসামান্য। সে কুশলী এবং সুনিপুণ সৈন্যাধ্যক্ষ কিন্তু কামনা লালসার প্রবাহ প্রতিরোধে অক্ষম পুরুষ। রূপজমোহে বিভ্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত পরাজিত এক সাধারণ মানব হৃদয়ের অধিকারী। হাসান-হোসেন বধের জন্য মদিনায় সৈন্যদল প্রেরণে তার কোনো রাজনৈতিক অভিপ্রায় ছিল না। মন্ত্রী মারওয়ানকে উদ্দেশ্য করে তার বক্তব্য–

"ভাই মারওয়ান! ..... যদি এজিদের মনের দুঃখ দূর করিতে চাও, যদি এজিদের জয়নাবলাভের আশাতরী 'বিষাদ-সিন্ধু' হইতে উদ্ধার করিতে চাও, তবে এখনই অগ্রসর হও, আর পশ্চাতে ফিরিও না।"

এজিদ-ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষ-চরিত্র 'বিষাদ-সিন্ধু'তে ঔজ্জ্বল্য নিয়ে প্রকাশিত হতে পারেনি। কাহিনির চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে মশাররফ হোসেন চরিত্রসমূহকে নির্দিষ্ট ছকের মধ্যেই রেখে দিয়েছেন। ফলে, সেসব চরিত্র একান্তই অনুজ্জ্বল। এমনকি, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, হাসান-হোসেন চরিত্র নির্মাণেও মশাররফ হোসেন কেবল সদগুণের অনুশীলন করেছেন মাত্র। তাই যে ছদ্মবেশী-বৃদ্ধ হাসানকে বর্শা নিক্ষেপে আহত করেছে, তার প্রতি; এবং প্রাণঘাতী স্ত্রী জায়েদার প্রতি হাসানের আচরণ বড় বেশি সৌজন্যময় বলে মনে হয়। হোসেনও ধর্মপ্রাণ মহৎ পুরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সরলতায় সে-ও আকর্ষণীয় চরিত্র। তবে এজিদের কাছে এরা একান্তই অনুজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ।

উপসংহার : সচেতন পাঠক 'বিষাদ-সিন্ধু'র চরিত্র চিত্রণ, বিশেষত এজিদ চরিত্রের মানবিক আচরণ, জীবনযাপনের অহর্নিশ অন্তর্যাতনা এবং এজিদের অবচেতন মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্বসংঘাত স্তরীভূত হয়েছিল তারই ভাষা চিত্রে মুগ্ধ ও বিস্মিত। মুগ্ধতা নবজাগ্রত জীবনবোধের আলোকে এজিদের চরিত্রের পূর্ণ নির্মাণে। সমকালীন ধর্মান্ধ মুসলমান সমাজের শাসন আমলের সাথে এজিদের মত চরিত্র নির্মাণে লেখক মীর মশাররফ হোসেন আধুনিক ঔপন্যাসিক সুলভ দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখেছেন। 'বিষাদ-সিন্ধু'র উজ্জ্বলতম ও কেন্দ্রীয় চরিত্র এজিদ। এ চরিত্রটি অবলম্বন করে উপন্যাস গুণ সর্বাধিক বিকাশ লাভ করেছে। এজিদ তার বাহিনীর ক্ষমতাধর নিয়ন্তা। তার মনোদুঃখের সাথে 'বিষাদ-সিন্ধু'র সূত্রপাত এবং তার ট্র্যাজিক পরিণতিতে এ গ্রন্থের উপসংহার। কাজেই সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, 'বিষাদ-সিন্ধু' এজিদেরই কাহিনি।